এইচএসসি পরীক্ষা শুরু রোববার

পরীক্ষার্থী ১২ লাখ ৩ হাজার ৪০৭

সংবাদ অনলাইন রিপোর্ট : বৃহস্পতিবার, ০৩ নভেম্বর ২০২২

এবারের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা রোববার শুরু হচ্ছে। পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকাতে বৃহস্পতিবার (৩ নভেম্বর) থেকেই সারাদেশের কোচিং সেন্টারগুলো বন্ধ রাখার নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়া এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এবার সরাসরি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এবং জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

২০২২ সালের এই পরীক্ষায় মোট ১২ লাখ তিন হাজার ৪০৭ পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। এর মধ্যে ছাত্র ছয় লাখ ২২ হাজার ৭৯৬ জন এবং ছাত্রী পাঁচ লাখ ৮০ হাজার ৬১১ জন। সারাদেশের ৯ হাজার ১৮১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীরা মোট দুই হাজার ৬৪৯টি কেন্দ্রে পরীক্ষায় বসবে।

পরীক্ষা সুষ্ঠু, সুন্দর ও নকলমুক্ত পরিবেশে নেয়ার জন্য ৩ নভেম্বর থেকে আগামী ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত সব ধরনের কোচিং সেন্টার বন্ধ থাকবে বলে আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তপন কুমার সরকার বৃহস্পতিবার সংবাদকে বলেন, ‘সম্প্রতি শেষ হওয়া এসএসসি পরীক্ষায় কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় (নেহাল উদ্দিন পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস) একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিল। এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে প্রথমবারের মতো এবার প্রশ্নপত্র সরাসরি উপজেলায় ইউএনও এবং জেলা পর্যায়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষণ ও বিতরণ করা হবে।’

দেশের মোট ১১টি শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দুই হাজার ৬৭৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় মোট ৯ লাখ ৮৫ হাজার ৭১৩ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। এর মধ্যে ছাত্র পাঁচ লাখ ৮২ হাজার ১৮৩ জন এবং ছাত্রী পাঁচ লাখ তিন হাজার ৫৩০ জন।

এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আলিম পরীক্ষায় ৯৪ হাজার ৭৬৩ জন অংশ নিচ্ছে। এর মধ্যে ছাত্র ৫১ হাজার ৬৯৫ জন এবং ছাত্রী ৪৩ হাজার ৬৮ জন।

আর কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি (বিএম/বিএমটি) এইচএসসি (ভোকেশনাল), ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স পরীক্ষায় মোট এক লাখ ২২ হাজার ৯৩১ জন পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। এর মধ্যে ছাত্র ৮৮ হাজার ৯১৮ জন এবং ছাত্রী ৩৪ হাজার ১৩ জন।

সূচি অনুযায়ী, সাধারণ শিক্ষা বোর্ডগুলোর তত্ত্বীয় পরীক্ষা আগামী ৬ নভেম্বর শুরু হয়ে ১৩ ডিসেম্বরে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। আর ব্যবহারিক পরীক্ষা ১৫ ডিসেম্বর শুরু হয়ে ২২ ডিসেম্বর শেষ হবে।

এই পরীক্ষার বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী দীপু গত ১৯ অক্টোবর জানান, পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ৩০ মিনিট আগে পরীক্ষার্থীদের অবশ্যই পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে হবে। অনিবার্য কারণে কোন পরীক্ষার্থীকে এর পরে প্রবেশ করতে দিলে তাদের নাম, রোল নম্বর, প্রবেশের সময়, বিলম্ব হওয়ার কারণ ইত্যাদি একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে ওই দিনই সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডে প্রতিবেদন পাঠাতে হবে। পরীক্ষা শুরু ২৫ মিনিটি আগে এসএমএসের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের কাছে প্রশ্নপত্রের সেট কোড জানাতে হবে।

এছাড়া ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছাড়া অন্য কেউ মোবাইল ফোন/ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবে না জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শুধু ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছবি তোলা যায় না, এমন মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন। পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অন্য কেউ কেন্দ্রে প্রবেশ করতে

পারবে না। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে/সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের অনুরোধ করেছে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড